গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এ্যালিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট অনুবিভাগ
www.probashi.gov.bd

বিষয় ঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF) এর ১০'ম সভা এবং ১২তম অভিযান পরিচালনার কার্যবিবরণী।

তারিখ : ১৪ মে, ২০১৭ খ্রিঃ।
সময় : সকাল ১০.০০ ঘটিকা।
স্থান : প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স এর সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবি ও কর্মস্থল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
১.	জনাব মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী, যুগ্ম-সচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট) ও সভাপতি, ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২.	জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, উপসচিব (এনফোর্সমেন্ট) ও সদস্য সচিব, ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩.	জনাব মল্লিকা খাতুন, উপসচিব (জননিরাপত্তা বিভাগ), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪.	জনাব রনি চাক্মা, সিনিয়র সহকারী সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫.	জনাব মোসাঃ রাবেয়া বসরী, সিনিয়র সহকারী সচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৬.	ড. এলিজা শারমীন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইমিগ্রেশন, স্পেশাল ব্রাঞ্চ
৭.	জনাব বদরুল হাসান চৌধুরী, যুগ্ম-পরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই)
৮.	জনাব মুজিবুর রহমান, সহকারী পরিচালক, বিজিবি
৯.	জনাব মোঃ নাদিম রহমান, প্রিভেনশন ও কমিউনিকেশন ম্যানেজার, উইনরক ইন্টারন্যাশনাল
১০.	জনাব শেখ নাজমুল ইসলাম, প্রোগ্রাম অফিসার (প্রটেকশন), উইনরক ইন্টারন্যাশনাল
১১.	জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, পরিচালক, ট্যুর অপারেটর এসোসিয়েশন বাংলাদেশ (TOAB)
১২.	জনাব শেখ মুস্তাফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক, বিএমইটি, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক

বিগত ১৪-০৫-২০১৭ তারিখ সকাল ১০:০০ টায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট) ও ভিজিলেন্স টাস্কফোর্সের সভাপতি জনাব মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী উপস্থিত সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার সদস্য সচিব বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং কোনো সদস্যের আপত্তি না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়করণ করা হয়। সভাপতি মহোদয় সভাকে জানান যে বিশ্ব শ্রমবাজারে বাংলাদেশের অবস্থান সম্মানজনক পর্যায়ে উর্ত্তীণ করতে হলে প্রশিক্ষিত কর্মী বিদেশে প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে কর্মীদের দক্ষতা অর্জনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদাটির কথাও বিবেচনায় রাখতে হবে। আধা-দক্ষ কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে "অভিবাসন ব্যয়" ও একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। দেশের আপামর জনগোষ্ঠিকে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ও বর্হিগমন রুট সর্ম্পকেও সচেতন করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে যুদ্ধাক্রান্ত দেশ যেমন লিবিয়াতেও নানা পথে গমনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে পত্র পত্রিকা এবং বিবিধ গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে সকলকে সচেতন করে তুলতে হবে।

এ প্রসঙ্গে জনাব শেখ মুস্তাফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক, বিএমইটি, সভাকে অবহিত করেন যে বর্তমানে হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন পুলিশ তৎপর রয়েছে। বিদেশগামী কর্মীদেরকে নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তাদের গন্তব্য দেশ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হয়। তবে মহিলা গৃহকর্মীরা

বিমানবন্দরে এসে কোন ফ্লাইটে গমন করছেন সেটি সম্পর্কেও অবহিত থাকেন না। এ বিষয়ে রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের প্রচ্ছন্ন অবহেলা ও উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। বিদেশগমনের পূর্বে এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান, নির্দেশনা ও বিবিধ বিষয়ে গাইডলাইন প্রদান করা অত্যাবশ্যক বলে বিবেচনা করা যায়।

উইনরক ইন্টারন্যাশনাল হতে আগত প্রিভেনশন ও কমিউনিকেশন ম্যানেজার, জনাব মোঃ নাদিম রহমান সভাকে অবহিত করেন যে সম্প্রতি তিনি জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও), যশোর পরিদর্শন করে সেখানে বিদেশগামী জনসাধারণের মধ্যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর বিষয়ে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করেছেন। তিনি ফিঙ্গারপ্রিন্ট তথা আঙ্গুলের ছাপের কাজ এর বিকেন্দ্রীকরণকে সাধুবাদ জানান। তবে বিদেশ গমনের বিষয়ে এখনও জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক অজ্ঞতা বিরাজমান। সেক্ষেত্রে ডিইএমও অফিসের অপেক্ষাগারসমূহে বড় স্ক্রীনে সচেতনতা ও নির্দেশনামূলক নাটিকা/ ডকুমেন্টারী প্রচার করা যায়। তাছাড়া বিদেশ গমনের পূর্বে প্রয়োজনীয় কাগজাদির দুই সেট ফটোকপি নিকটস্থ আত্মীয় স্বজনের কাছে রেখে গেলে প্রয়োজনীয় মূর্হুতে তা কাজে লাগাতে পারে।

এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ও ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স এর সদস্য সচিব জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান বলেন তিনি সম্প্রতি আফ্রিকা মহাদেশের সুদান সফর করেছেন। আয়তনের দিক থেকে যা বাংলাদেশের তুলনায় ১২ গুন বড়। সেখানে কৃষি ও নির্মাণ শিল্পে ব্যাপক জনশক্তির চাহিদা রয়েছে। ব্যবসা বানিজ্যের দ্বারও অনেকটাই উন্মুক্ত। শুধুমাত্র গুটিকয়েক দেশে জনশক্তি রপ্তানির কথা চিন্তা না করে আমাদের উচিত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন নতুন শ্রমবাজার খুঁজে বের করা। তাহলে স্বল্প ব্যয়ে সেখানে জনশক্তি প্রেরণ করা সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার সৃষ্টি হবে।

ট্যুর অপারেটর এসোসিয়েশন বাংলাদেশ (টোয়াব) হতে আগত পরিচালক, জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির বলেন মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে দু'দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বয়সের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া জরুরি। প্রায়শ: অভিযোগ শোনা যায় কম বয়সী (under aged) এবং বেশি বয়সী (over aged) মহিলা গৃহকর্মীরা সেদেশে গিয়ে নানা রকম বিপদের মুখোমুখি হচ্ছেন। তারা গন্তব্য দেশের ভাষাজ্ঞান ছাড়াও অল্পসময়ের মধ্যেই গৃহকাতরতায় (home sickness) ভোগেন। ফলে সরকারের জন্য (sending country) তা বিব্রতকর হয়ে উঠে। সেক্ষেত্রে বয়সের বিষয়টি নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে গমনেচ্ছু মহিলা গৃহকর্মীদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তার মানসিক সক্ষমতার (Mental strength) বিষয়টিও বিবেচনায় আনা জরুরী।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে আগত উপসচিব (জননিরাপত্তা বিভাগ), মল্লিকা খাতুন বলেন যে বিদেশ গমনে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে জেলা তথ্য অফিসগুলোকে বাধ্য করা যায়। যাতে জনসাধারণ দালালের খপ্পরে পড়ে সর্বস্বান্ত না হয়। অপরদিকে এ জাতীয় প্রতারণার শিকার হলে রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ দালালটি (broker) তার কোম্পানির লোক (stuff) নয় বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চান। সমাজ বাস্তবতায় দালাল ব্যতীত বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। কারণ, সাধারণত দালালটি গমনেচ্ছু কর্মীর গ্রামের চেনা মানুষ ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে ইন্সুরেন্স কোম্পানির মতো সকল দালালকে রিক্রুটিং এজেন্সি কর্তৃক পরিচয়পত্র (representative) প্রদান বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

সভাশেষে ভিজিলেন্স টাস্কফোর্সের সদস্য সচিব এর নেতৃত্বে একটি টীম বারিধারা, নতুনবাজার, ভাটারা এলাকায় "গামকা" এর অফিসে অভিযান পরিচালনা করেন। এ অভিযান চলাকালীন বিদেশ গমনেচ্ছু অসংখ্য কর্মীকে মেডিকেল চেকআপ এর জন্য অপেক্ষমান দেখা যায়। গামকা'র সদস্যভূক্ত ২৬টি মেডিকেল সেন্টার এ সকল কর্মীদের মেডিকেল চেকআপ এর জন্য পাঠানো হয় এবং কোনো নির্ধারিত প্রয়োজন ব্যতীত প্রতি কর্মীর নিকট হতে ৩০০/- (তিনশত) টাকা আদায় করা হয়। এছাড়া বিদেশগমনেচ্ছু কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা (Medical check up) সংক্রান্ত নানারকম অভিযোগের কথা জানা যায় । এ বিষয়ে গামকার জেনারেল ম্যানেজার জনাব লাহুয়ার রহমানকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কোনোরুপ সন্তোষজনক জবাব দিতে ব্যর্থ হন । ফলে তাকে উপরোল্লিখিত বিষয়ে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য বলা হয়। সেই সঙ্গে গামকা সম্পর্কিত নানারুপ অভিযোগের বিষয়েও তাকে সতর্ক করা হয়।

সুপারিশঃ

০১। সৌদিআরবসহ অন্যান্য দেশে কম বয়সী/বেশী বয়সী নারী গৃহকর্মী প্রেরণ/নির্বাচনের ক্ষেত্রে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করা যায়।

০২। বিদেশগমনের পূর্বে প্রশিক্ষণকালীণ/ ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে প্রাক প্রস্তুতি হিসেবে কাগজপত্রের সংরক্ষণ ও বিমানবন্দরের ফ্লাইট সম্পর্কিত তথ্য জেনে নেয়ার জন্য সচেতনতামূলক ক্লাস প্রদান বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

০৩। সকল জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও) অফিসের অপেক্ষাগারে বড় স্ক্রীনে সচেতনতা ও নির্দেশনামূলক নাটিকা/ ডকুমেন্টারী প্রচারের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিএমইটি-কে বলা যেতে পারে।

০৪। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের মেডিকেল চেকআপ এর নামে গামকা কর্তৃক অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ ও নানারূপ হয়রানি বন্ধে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বার বার অভিযান/ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা যেতে পারে।

(মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী)
যুগ্ম-সচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট)
ও
সভাপতি, ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF)
ফোন ঃ ৮৩৩৩৪২০।

নং-৪৯.০০.০০০০.০৫৫.৩১.০০৩.১৭.

তারিখঃ ২৫-০৫-২০১৭ খ্রিঃ

বিতরণঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃঃ আঃ জনাব মল্লিকা খাতুন, উপসচিব (জননিরাপত্তা বিভাগ]।

০২। পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

০৩। সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৪। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ জনাব রনি চাক্‌মা, সিনিয়র সহকারী সচিব)।

০৫। সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৬। মহাপরিচালক, বিজিবি, পিলখানা, ঢাকা (দৃঃ আঃ জনাব মুজিবুর রহমান, সহকারী পরিচালক)।

০৭। মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি, খিলগাঁও, ঢাকা।

০৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড, আগাঁরগাও, ঢাকা (দৃঃ আঃ জনাব এ. এস. এম. শফিক উদ্দীন, জাজ এডভোকেট জেনারেল)।

০৯। মহাপরিচালক, জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই), সেগুনবাগিচা, ঢাকা (দৃঃ আঃ জনাব বদরুল হাসান চৌধুরী, যুগ্মপরিচালক)।

১০। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

১১। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, পুরাতন এ্যালিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

১২। মহাপরিচালক, র‍্যাব ফোর্স, সদর দপ্তর, ঢাকা।

১৩। অতিরিক্ত আইজিপি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, মালিবাগ, ঢাকা (দৃঃ আঃ ড. এলিজা শারমীন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার)।

১৪। মোসাঃ রাবেয়া বসরী, সিনিয়র সহকারী সচিব ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৫। জনাব শাকিল মনসুর, ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফিসার, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম), হাউজ # ১৩এ, রোড # ১৩৬, গুলশান-১, ঢাকা।

১৬। উইন-রক ইন্টারন্যাশনার, হাউজ নং-০৭ (৩য় তলা), রোড নং-২৩/বি, গুলশান-১, ঢাকা (জনাব মোঃ নাদিম রহমান, প্রিভেনশন ও কমিউনিকেশন ম্যানেজার এবং জনাব শেখ নাজমুল ইসলাম, প্রোগ্রাম অফিসার)।

১৭। সভাপতি, বায়রা, ১৩০, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব মিজানুর রহমান, জয়েন্ট সেক্রেটারী জেনারেল)।

১৮। সভাপতি, এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (ATAB), সাত তারা সেন্টার (১৫তম তলা), ৩০/এ, নয়াপল্টন, ঢাকা।

১৯। সভাপতি, ট্যুর অপারেটর এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (TOAB), ৫/২(১ম তলা), সংসদ এভিনিউ, মনিপুরীপাড়া, ঢাকা-১২১৫ (দৃ: আ: জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, পরিচালক)।

২০। সভাপতি, হজ্জ এজেন্সিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (HAAB), সাত্তার সেন্টার (১৬ তম তলা, হোটেল ভিক্টরী লিঃ), ৩০/এ, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০।

২১। জনাব শেখ মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক, হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।

অনুলিপিঃ কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিবের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৫। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬। অফিস কপি।

(মোঃ আখতারুজ্জামান)
উপসচিব (এনফোর্সমেন্ট)
ও
সদস্য সচিব, ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স
ফোন নং-৯৩৫৬৮৭৬, ০১৭১৫-০১৬৪২২
ই-মেইল: ankitakabid@yahoo.com